কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

আনন্দঘন বই উৎসব

'বিনা মূল্যে, বিপুল বই দেওয়া বাংলাদেশের অনন্য রেকর্ড'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

শিশু আর অভিভাবকদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে মুখরিত রাজধানীর গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের বিশাল মাঠ। সেখানে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। ধোপদুরস্ত ইউনিফর্ম পরা এই শিশুদের চোখে-মুখে আনন্দের আভা। একদিকে নতুন ক্লাসে ওঠার আনন্দ, অন্যদিকে বছরের দ্বিতীয় দিনেই হাতে নতুন বই। কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হলো পাঠ্যপুস্তক উৎসব। বিরোধী দলের ডাকা অবরোধের মধ্যেও ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের এই বিপুল উপস্থিতিতে এক আনন্দঘন দৃশ্যের অবতারণা হয় সেখানে।

এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি দাবি করেন,

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ১

বিনা মূল্যে বিপুল বই দেওয়া বাংলাদেশের

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও সরকারিভাবে প্রায় চার কোটি বই ছাপিয়ে, বাঁধাই করে, বিনা মূল্যে স্কুল খোলার প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ইতিহাস বিশ্বের আর কোথাও নেই। সরকার গত চার বছরে সাড়ে ১৬ কোটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বছরের প্রথম কর্মদিবসে ১২১ কোটি ৩৮ লাখ ৭১ হাজার ১৭২টি পাঠ্যপুস্তক বিনা মূল্যে পৌঁছে দিয়ে সফলতার অনন্য রেকর্ড স্থাপন করেছে।

গতকাল এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, বিসিএসআইআর হাই স্কুল, ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও হাফেজ আবদুর রাজ্জাক দাখিল মাদ্রাসার কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী 'আমরা করব জয়' গানের সঙ্গে একঝাঁক বর্ণিল বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন। শিক্ষামন্ত্রীকে কাছে পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে পড়ে।

প্রতিবছর বছরের প্রথম দিন এই উৎসব হলেও এবার ১ জানুয়ারি আখেরি চাহার শোম্বা উপলক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ২ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আয়োজন করা হয়। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ জানুয়ারি বুধবার গণভবনে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২৩ জন শিক্ষার্থীর হাতে ২০১৪ সালের নতুন পাঠ্য বই তুলে দিয়ে বিনা মূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

পাঠ্যপুস্তক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন। অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাশের চৌধুরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব কাজী আবতার হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ, এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, 'বিরোধী বিএনপি-জামায়াতের অবিরাম ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কর্মসূচির মধ্যেও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের প্রথম কর্মদিবসে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। গণবিরোধী আমাদের নতুন প্রজন্মকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তারা প্রমাণ করেছে, সঠিক শিক্ষা পেলে তারা এগিয়ে যাবে।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষার্থীর হাতে বিনা মূল্যে বই দেওয়ার কর্মসূচি যখন গ্রহণ করি তখন অনেকে আমাদের পাগল বলেছিল। আজ আমাদের পাগলামি সফল হয়েছে।'

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী জানান, জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রবর্তনের মতো ৫১ হাজার স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। সেখানে ৬০ লাখ ১৬ হাজার ৫১৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য এক কোটি ৮০ লাখ ৪৯ হাজার ৫৮৮টি উপযোগী বই ছাপানো হয়েছে। শিগগিরই তা বিতরণ করা হবে।

সিলেটে বই উৎসব

কালের কণ্ঠের সিলেট অফিস জানায়, গতকাল সিলেটের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। নতুন পাঠ্য বই হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীর আনন্দে মেতে ওঠে। সকালে নগরের কাজী জালাল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে বই বিতরণ উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া সরকারের একটি বড় সাফল্য।'

নগরের সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বই উৎসব অনুষ্ঠানে বই বিতরণ করেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার এন এম জিয়াউল আলম, সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি মকবুল হোসেন ভূঁইয়া ও সিলেটের জেলা প্রশাসক শহীদুল ইসলাম।

সিলেট নগর ছাড়াও জেলার প্রতিটি উপজেলার স্কুলগুলোতে আলাদাভাবে বই বিতরণের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ করেন। সিলেট বিভাগের চার জেলার ৯ হাজার ১২৪টি স্কুলে ৮৪ লাখ ২০ হাজার ৮০৬টি বই বরাদ্দ দিয়েছে এনসিটিবি। তবে কিছু বিদ্যালয়ে শতভাগ বই পৌঁছেনি।

সিলেট বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুর রহমান বলেছেন, 'সিলেট বিভাগের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় কিছু কিছু বই পৌঁছানো যায়নি। পর্যায়ক্রমে তা পৌঁছে দেওয়া হবে। এতে বই উৎসবের জন্য কোনো সমস্যা হবে না।'

রংপুরে উৎসবমুখর পরিবেশ

রংপুর অফিস জানায়, রংপুরে উৎসবমুখর পরিবেশে স্কুলশিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সকালে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। নগরের রাধাবল্লভ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার দিলোয়ার বখত। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা রংপুর বিভাগীয় উপপরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ তালুকদার।

এ ছাড়া রংপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু মেনপাড়া সিটি করপোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ে, জেলা প্রশাসক ফরিদ আহাম্মদ রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলম চৌধুরী মুন্সীপাড়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

জানা যায়, রংপুরে এক হাজার ৯৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২২ লাখ ২১ হাজার এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৯ লাখ বই বিতরণ করা হয়।

খুলনায়ও উৎসব-আনন্দ

খুলনা অফিস জানায়, উৎসবমুখর পরিবেশে খুলনায় শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। সকালে ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিভাগীয় কমিশনার মো. আব্দুল জলিল প্রধান অতিথি হিসেবে খুদে শিক্ষার্থীদের হাতে এ বই তুলে দেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের খুলনা অঞ্চলের উপপরিচালক টি এম জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) অশোক কুমার বিশ্বাস, জেলা প্রশাসক আনিস মাহমুদ ও খুলনা বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক শেখ মো. রায়হান উদ্দিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ আলী।

অধিদপ্তর সূত্র জানায়, খুলনা অঞ্চলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্তরে নতুন শিক্ষাবর্ষে মোট তিন কোটি ৯ লাখ ৬১ হাজার ৩২৪টি বই বিতরণ করা হচ্ছে।